বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০০৩-২০০৪

বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের হিসাব সম্পর্কিত

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়
বৃহত্তর ঢাকা টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) সম্পর্কিত

প্রথম খন্ড

(নির্বাহী সারসংক্ষেপ)

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়, ঢাকা।

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের মন্তব্য	১
মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প	
অডিট অধিদপ্তরের মন্তব্য	৩
অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
অডিট আপত্তিসমূহ	৬
অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৭
সুপারিশ	৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮(১) ও ১২৮ (২) অনুচ্ছেদ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স এ্যাক্ট ১৯৭৪ সনের ২৪ নম্বর আইন) এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন ১টি প্রকল্পের ২০০৩-২০০৪ এবং তৎপূর্ববর্তী অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাপূর্বক প্রণীত এ অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হ'লো ।

তারিখ ২২-১১-১৪১২ বঃ / ৬-৩-০৬ খ্রিঃ

২৯/৪/১৪১৪ / ১৩/৮/০৭

স্বাক্ষরিত

(আসিফ আলী)

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অতিরিক্ত কার্যাবলী) আইন (১৯৭৪ সনের ২৪ নম্বর আইন, ১৯৭৫ সালের সংশোধনীসহ) অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার ও জাপান ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন (JBIC) (ঋণ নং-পি-২৯ বিডি) এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত "বৃহত্তর ঢাকা টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প" (২য় পর্যায়) এর হিসাব নিরীক্ষার দায়িত্ব বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর উপর অর্পিত হয়েছে। বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর পক্ষে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক এ প্রকল্পের ১৯৯১-১৯৯২ হতে ২০০২-২০০৩ পর্যন্ত সময়ের নিরীক্ষা করা হয়েছে। নিরীক্ষায় গুরুতর আর্থিক অনিয়ম, ক্ষয়ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত মোট ১১ টি অডিট আপত্তির ভিত্তিতে এই অডিট রিপোর্ট প্রণীত হয়েছে। এ সকল গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক অনিয়ম উত্থাপনে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষাদল কর্তৃক গভর্ণমেন্ট অডিটিং ষ্ট্যান্ডার্ড, অডিট কোড, অডিট ম্যানুয়েল এবং প্রচলিত বিধি বিধান যথাযথ ভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। অডিট রিপোর্টের দ্বিতীয় খন্ডে অডিট অনুচ্ছেদ সমূহের বিস্তারিত বিবরণী এবং পরিশিষ্ট সমূহ তৃতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

তারিখঃ ০৯/০২/১৪১৪ বঃ
২৩/০৫/০৭ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত
(মনীন্দ্র চন্দ্র দত্ত)
মহাপরিচালক
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

অডিট বিষয়ক তথ্য (Information About Audit

❑ নিরীক্ষিত প্রকল্প (Audited Project):

১। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ঃ

❖ বৃহত্তর ঢাকা টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।

❑ অডিট বৎসর (Audited Year)ঃ

❖ ১৯৯১-১৯৯২ হতে ২০০২-২০০৩ পর্যন্ত।

▪ অডিট কাল (Period of Audit)ঃ

❖ ১৮-১২-২০০৩ হতে ৩১-১২-২০০৩ পর্যন্ত।

❑ অডিটের প্রকৃতি (Nature of Audit):

মান অনুসরণ (Compliance) অডিট

❑ অডিটের উদ্দেশ্য (Objectives of Audit):

- পিপি/ডিসিএ মোতাবেক প্রাপ্ত সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।
- সরকারী সম্পদের অপচয়, চুরি, ঘাটতি, ক্ষতি ইত্যাদি নিরূপণ এবং রাজস্ব (আয়কর/ভ্যাট) আদায় ও সরকারী কোষাগারে জমা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।
- সম্পত্তির অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার বিষয়াদি চিহ্নিত করে সরকারি আর্থিক শৃংখলা নিশ্চিত করণ।

❑ অডিট পদ্ধতি (Audit Methodology):

সংশ্লিষ্ট প্রকল্প অডিটের জন্য নির্বাচনের পর প্রকল্প পরিচালকের অফিস হতে নিম্নোক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়ঃ-

- আর্থিক বিবরণী।
- পিপি/টিএপিপি/ডিসিএ।
- অর্থ ছাড়পত্র (এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী)।
- প্রকল্পের ব্যাংক বিবরণী।
- প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাদি।

উপরে বর্ণিত ও প্রাসংগিক অন্যান্য তথ্যাদি বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষামূলক স্থানীয় নিরীক্ষা।

❑ নিরীক্ষা দল (Audit Party)ঃ

১। জনাব ফারমীন মাওলা, উপ-পরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর।
২। জনাব মোশাররেফ হোসেন, অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর।
৩। জনাব মোঃ আব্দুল হক, অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর।
৪। জনাব মোঃ তাহেজুল ইসলাম, এসএএস, সুপার, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর।
৫। জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম, এসএএস, সুপার, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর।
৬। জনাব মোঃ মিজবাহ উদ্দিন, অডিটর, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর।

অডিট আপত্তিসমূহ

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ঃ

অনুচ্ছেদ নং	শিরোনাম	জড়িত টাকা
অনুচ্ছেদ নং ১	আমদানীকৃত যন্ত্রপাতির সংস্থাপন সংক্রান্ত তথ্য এবং মূল্য পরিশোধের হিসাবপত্র নিরীক্ষায় উপস্থাপন না করা জনিত অনিয়ম।	৬২৪ কোটি ৮ লক্ষ
অনুচ্ছেদ নং- ২	চকবাজার টেলিফোন এক্সচেঞ্জে অগ্নিকান্ড পরবর্তী পুনর্বাসন ব্যয়ের রেকর্ডপত্র নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি।	২২ কোটি ৩৪ হাজার
অনুচ্ছেদ নং-০৩	আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য পিপি-র সংস্থানের চেয়ে অনিয়মিত ভাবে অতিরিক্ত ব্যয় করায় প্রকল্পের সম্পত্তির ব্যয় বৃদ্ধি।	২ কোটি ৬৯ হাজার
অনুচ্ছেদ নং-০৪	অন্য প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন আবাসিক ভবনের নির্মান ব্যয় অনিয়মিতভাবে প্রকল্প থেকে পরিশোধ।	৮৫ লক্ষ ৫৬ হাজার
অনুচ্ছেদ নং- ৫	আসবাবপত্র ক্রয়ের অনুকূলে ব্যয়িত বিল, ভাউচার ও আনুষংগিক কাগজপত্র নিরীক্ষার জন্য পাওয়া যায়নি।	৩১ লক্ষ ৯৩ হাজার
অনুচ্ছেদ নং ৬	অনুপযোগী এবং নিম্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ৪টি মোবাইল জেনারেটর ক্রয় করায় অপচয় জনিত অনিয়ম।	২৭ লক্ষ ৮৫ হাজার
অনুচ্ছেদ নং ৭	সিডিউলে নির্ধারিত মূল্য পরিবর্তন করে বর্ধিত মূল্যে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১৩ লক্ষ ৫ হাজার
অনুচ্ছেদ নং- ৮	পূর্ত কাজের তহবিল হতে ননটেন্ডার আইটেম হিসাবে কার্পেট ক্রয় জনিত অনিয়ম।	২ লক্ষ ৪৯ হাজার
অনুচ্ছেদ নং- ৯	৩টি কম্পিউটার (Work station) কম সরবরাহ করা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি জনিত অনিয়ম।	১ লক্ষ ২১ হাজার
অনুচ্ছেদ নং-১০	পিপি বহির্ভূত মটর সাইকেল ক্রয় জনিত অনিয়ম।	৮৯ হাজার
অনুচ্ছেদ নং- ১১	প্রাপ্তির চেয়ে অতিরিক্ত যন্ত্রাংশের মূল্য পরিশোধ জনিত আর্থিক ক্ষতি ।	৪৮ হাজার
	সর্বমোট=	**৬৪৯ কোটি ৭২ লক্ষ ৪৯ হাজার**

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ (Causes of Irregularities and Losses):

- কার্যকর পরিকল্পনার অভাব।
- পিপি/ডিসিএ বহির্ভূত ব্যয়।
- সরকারি আর্থিক বিধি বিধান লংঘন।
- ক্রয়/নিয়োগ সংক্রান্ত বিধান লংঘন।

সুপারিশ (Recommendation):

- প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- রাজস্ব আদায় করে তা নিকটস্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- অনুমোদিত পি পি'র মধ্যে যাবতীয় ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখা আবশ্যক।
- দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক।
- সকল ক্ষেত্রে অনিয়মসমূহের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।
- ক্রয়/জনবল/পরামর্শক নিয়োগ/ভান্ডার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকারি/উন্নয়ন সহযোগীর নিয়মনীতি অনুসরণ করা আবশ্যক।
- নিরীক্ষার নিকট নিরীক্ষাযোগ্য কাগজপত্র যথাসময়ে উপস্থাপন নিশ্চিত করা আবশ্যক।

বাঃ সঃ মুঃ-২০০৬/০৭-৩৫৩৬ কম/এ—৭০০ বই, ২০০৬।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০০৩-২০০৪

বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের হিসাব সম্পর্কিত

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়
বৃহত্তর ঢাকা টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) সম্পর্কিত

দ্বিতীয় খন্ড

(নিরীক্ষা প্রতিবেদন)

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়, ঢাকা।

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা।
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের মন্তব্য	১
নিরীক্ষা আপত্তিসমূহের শিরোনাম ও জড়িত অর্থ	৩
নিরীক্ষা অনুচ্ছেদসমূহ	৫
নিরীক্ষা অনুচ্ছেদ	৫—১৬
মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তরের স্বাক্ষর	১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮(১) ও ১২৮ (২) অনুচ্ছেদ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স এ্যাক্ট ১৯৭৪ সনের ২৪ নম্বর আইন) এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন ১টি প্রকল্পের ২০০৩-২০০৪ এবং তৎপূর্ববর্তী অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাপূর্বক প্রণীত এ অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হ'লো ।

স্বাক্ষরিত

(আসিফ আলী)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল।

তারিখ ২৯/৪/১৪১৪ বঃ
১৩/৮/০৭ খ্রিঃ

নিরীক্ষা আপত্তিসমূহের শিরোনাম ও জড়িত অর্থ।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ঃ

অনুচ্ছেদ নং	শিরোনাম	জড়িত টাকা
অনুচ্ছেদ নং-১	আমদানীকৃত যন্ত্রপাতির সংস্থাপন সংক্রান্ত তথ্য এবং মূল্য পরিশোধের হিসাবপত্র নিরীক্ষায় উপস্থাপন না করা জনিত অনিয়ম।	৬২৪ কোটি ৮ লক্ষ
অনুচ্ছেদ নং- ২	চকবাজার টেলিফোন এক্সচেঞ্জে অগ্নিকান্ড পরবর্তী পুনর্বাসন ব্যয়ের রেকর্ডপত্র নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি।	২২ কোটি ৩৪ হাজার
অনুচ্ছেদ নং-০৩	আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য পিপি-র সংস্থানের চেয়ে অনিয়মিত ভাবে অতিরিক্ত ব্যয় করায় প্রকল্পের সম্পত্তির ব্যয় বৃদ্ধি।	২ কোটি ৬৯ হাজার
অনুচ্ছেদ নং-০৪	অন্য প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন আবাসিক ভবনের নির্মান ব্যয় অনিয়মিতভাবে প্রকল্প থেকে পরিশোধ।	৮৫ লক্ষ ৫৬ হাজার
অনুচ্ছেদ নং- ৫	আসবাবপত্র ক্রয়ের অনুকূলে ব্যয়িত বিল, ভাউচার ও আনুষংগিক কাগজপত্র নিরীক্ষার জন্য পাওয়া যায়নি।	৩১ লক্ষ ৯৩ হাজার
অনুচ্ছেদ নং- ৬	অনুপযোগী এবং নিম্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ৪টি মোবাইল জেনারেটর ক্রয় করায় অপচয় জনিত অনিয়ম।	২৭ লক্ষ ৮৫ হাজার
অনুচ্ছেদ নং- ৭	সিডিউলে নির্ধারিত মূল্য পরিবর্তন করে বর্ধিত মূল্যে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১৩ লক্ষ ৫ হাজার
অনুচ্ছেদ নং- ৮	পূর্ত কাজের তহবিল হতে ননটেন্ডার আইটেম হিসাবে কার্পেট ক্রয় জনিত অনিয়ম।	২ লক্ষ ৪৯ হাজার
অনুচ্ছেদ নং- ৯	৩টি কম্পিউটার (Work station) কম সরবরাহ করা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি জনিত অনিয়ম।	১ লক্ষ ২১ হাজার
অনুচ্ছেদ নং-১০	পিপি বহির্ভূত মটর সাইকেল ক্রয় জনিত অনিয়ম।	৮৯ হাজার
অনুচ্ছেদ নং- ১১	প্রাপ্তির চেয়ে অতিরিক্ত যন্ত্রাংশের মূল্য পরিশোধ জনিত আর্থিক ক্ষতি ।	৪৮ হাজার
	সর্বমোট=	**৬৪৯ কোটি ৭২ লক্ষ ৪৯ হাজার**

নিরীক্ষা অনুচ্ছেদসমূহ

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ নং-১ঃ আমদানীকৃত ৬২৪ কোটি ৮ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতির সংস্থাপন সংক্রান্ত তথ্য এবং মূল্য পরিশোধের হিসাবপত্র নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি।

বিবরণঃ

- অনুমোদিত প্রকল্প ছক অনুযায়ী টার্ণকী (Turnkey) চুক্তির আওতায় চারটি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যন্ত্রপাতি আমদানী, সংস্থাপন ও সংযোজন মূল্য বাবদ প্রকল্পের উল্লিখিত পরিমান টাকা ব্যয় দেখান হয়েছে।
- টার্ণকী চুক্তির আওতায় উপরে বর্ণিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান সমূহ একাধিক এক্সচেঞ্জে যন্ত্রপাতির সংস্থাপন কাজ সম্পন্ন করার কথা থাকলেও আমদানীকৃত যন্ত্রপাতির এক্সচেঞ্জ ভিত্তিক আমদানী ও সংস্থাপনের হিসাব যেমন- এক্সচেঞ্জ ওয়ারী বিওকিউ, ষ্টক রেজিষ্টার, ডিসবার্সমেন্ট রেজিষ্টার ইত্যাদি প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষণ করা হয়নি।
- প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত কারিগরী রিপোর্ট, এক্সচেঞ্জভিত্তিক পিএসি, পিএটি এবং কন্ট্রাক্ট ভিত্তিক পরিশোধের ডকুমেন্টারী হিসাব উপস্থাপন করতে না পারার কারণে আমদানীকৃত যন্ত্রপাতির সঠিক অবস্থান, ব্যয়ের বাস্তব চিত্র নিরীক্ষায় যাচাই করা সম্ভব হয়নি।
  (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট- ১ দ্রষ্টব্য)।
- উক্ত সময়ে জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান প্রকল্প পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- আমদানী বিষয়ক সমস্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট নথিতে রক্ষিত আছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। নথিতে কেবলমাত্র অর্থ পরিশোধের হিসাব এবং আমদানী ইনভয়েস সমূহ রয়েছে। যন্ত্রপাতি আমদানীর পর ষ্টক রেজিষ্টার, এসেট রেজিষ্টার ও ইনভেনটরী রাখা আবশ্যক ছিল যা করা হয়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

- দায়দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আমদানীকৃত মালামালের হিসাব এবং অন্যান্য তথ্য নিরীক্ষা হওয়া আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-২ঃ **চকবাজার টেলিফোন এক্সচেঞ্জে অগ্নিকান্ড পরবর্তী পুনর্বাসনে ব্যয়িত ২২ কোটি ৩৪ হাজার টাকার রেকর্ডপত্র নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি।**

বিবরণঃ

- ফেব্রুয়ারী'২০০২ তারিখে অগ্নিকান্ডে চকবাজার এক্সচেঞ্জটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ক্ষতিগ্রস্থ এক্সচেঞ্জটি পুনর্বাসনের জন্য মিটসুবিশি কর্পোরেশন এর সংগে পুনর্বাসন চুক্তির আওতায় ৩,৬৯৮,০৫৫ মাঃডঃ এর সমপরিমাণ ২২ কোটি ৩৪ হাজার টাকা (১ মাঃ ডঃ= ৫৯.৫০ টাকা হারে) ব্যয় করা হয়।
- পুনর্বাসন ব্যয় সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হলেও কোন কাগজপত্র উপস্থাপন করা হয়নি। ফলে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত চকবাজার টেলিফোন এক্সচেঞ্জটির কোন বীমা নিশ্চয়তা ছিল কিনা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল কিনা, মোট আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কত, দূর্ঘটনার দায়দায়িত্ব নিরূপন এবং ২২ কোটি ৩৪ হাজার টাকা ব্যয়ের যৌক্তিকতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।
- (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-২ দ্রষ্টব্য)।
- উক্ত সময়ে জনাব মোঃ জাহিদ হোসেন খান পরিচালক (ও এন্ড এম) পদে এবং জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান প্রকল্প পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জবাবে জানান যে, এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- প্রধান কার্যালয়ের পরিচালক (ওএন্ডএম) এর সাথে যোগাযোগ করার পরও কোন ফলপ্রসূ অগ্রগতি হয়নি। ১১/৫/০৫ খ্রিঃ তারিখে সংশ্লিষ্ট সচিবের সাথে আপত্তি নিয়ে আলোচনা করা হয় কিন্তু কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

- দায়দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক পুনর্বাসন খরচের হিসাব অডিট হওয়া আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৩ঃ আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য পিপি-র সংস্থানের অতিরিক্ত ২ কোটি ৬৯ হাজার টাকা ব্যয়।

বিবরণঃ

- প্রকল্প দলিল (৪র্থ সংশোধিত) অনুযায়ী আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য মোট ১ কোটি ৮৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার সংস্থান থাকলেও মহাখালীতে আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য ৩ কোটি ৮৬ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়।
- ফলে (পিপি) সংস্থানের চেয়ে উল্লিখিত পরিমান টাকা আবাসিক ভবন নির্মাণ বাবদ অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়। (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-৩ দ্রষ্টব্য)।
- এই অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি।
- উক্ত সময়ে সর্ব জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম, এস এম মুনীর আহমেদ, হাফিজুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটের মন্তব্যঃ

- আবাসিক ভবন নির্মাণ বাবদ পিপি সংস্থানের অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে।

অডিটের সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক অতিরিক্ত ব্যয় নিয়মিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৪ ঃ অন্য প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন আবাসিক ভবনের নির্মান ব্যয় বাবদ ৮৫ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা অনিয়মিতভাবে এ প্রকল্প থেকে পরিশোধ।

বিবরণঃ

- মহাখালীতে ১৭টি আবাসিক ভবন নির্মানের জন্য "ষ্ট্যান্ডার্ড এ উপগ্রহ ভূ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প" এর আওতায় কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং উক্ত ভবনগুলি নির্মাণের জন্য সর্বমোট ১ কোটি ২৫ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা ব্যয় হয়।
- উক্ত ব্যয়ের মধ্যে অনিয়মিত ভাবে ৮৫ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা "বৃহত্তর ঢাকা টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন (২য় পর্যায়) প্রকল্প" হতে পরিশোধ করা হয়েছে।
  (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-৪ দ্রষ্টব্য)।
- উক্ত সময়ে সর্বজনাব মোঃ ফজলুল হক, জাহিদ হাসান খান এবং ফরিদ আহমেদ বিভাগীয় প্রকৌশলী হিসাবে প্রকল্পের দায়িত্বে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- বিগত ১৪-১-০৪ খ্রিঃ তারিখে অডিট আপত্তির বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জনাব হাফিজুর রহমানের সাথে আলোচনা করা হয়। কিন্তু প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অডিট আপত্তির উপর কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

অডিটের মন্তব্যঃ

- অন্য প্রকল্পের আওতায় নির্মাণকৃত কাজের ব্যয় বহন করায় "বৃহত্তর ঢাকা টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন (২য় পর্যায়) প্রকল্প"কর্তৃক আর্থিক শৃঙ্খলা নষ্ট করা হয়েছে।

অডিটের সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হবে।

অনুচ্ছেদ নং-৫ঃ **আসবাবপত্র ক্রয়ের অনুকূলে ব্যয়িত ৩১ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকার বিল ভাউচার ও আনুষংগিক কাগজপত্র নিরীক্ষার জন্য পাওয়া যায়নি।**

বিবরণঃ

- খরচের তালিকা অনুযায়ী আসবাবপত্র ক্রয়ের নিমিত্তে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মোট ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হলেও উক্ত খাতে খরচের অনুকূলে মাত্র ৮ লক্ষ৭ হাজার টাকার কার্যাদেশ সহ বিল/ভাউচার ও অন্যান্য আনুষংগিক কাগজপত্র নিরীক্ষার নিকট উপস্থাপন করা হয়।
- অবশিষ্ট ৩১ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা খরচের সপক্ষে কোন কাগজপত্র/প্রমাণক প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিরীক্ষাকালে সরবরাহ করা হয়নি।

  (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-৫ দ্রষ্টব্য)।
- উক্ত সময়ে জনাব হাফিজুর রহমান প্রকল্প পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কোন জবাব প্রদান করেননি।

অডিটের মন্তব্যঃ

- ৩১ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা খরচের সপক্ষে কোন কাগজপত্র/প্রমাণক প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিরীক্ষাকালে সরবরাহ করা হয়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ খরচের বিল/ভাউচার নিরীক্ষায় উপস্থাপন আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৬ঃ অনুপযোগী এবং নিম্ন ক্ষমতা সম্পন্ন ৪টি মোবাইল জেনারেটর ক্রয় করায় ২৭ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা অপচয় জনিত ক্ষতি।

বিবরণঃ

- ২৭ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা ব্যয়ে সংগৃহীত ৪(চার) সেট ৩০(ত্রিশ) কেভিএ মোবাইল জেনারেটরের ক্যাপাসিটি চুক্তি অনুযায়ী ৪২ এমপি এর পরিবর্তে ৪১ এমপি হওয়ায় ঐ জেনারেটর গুলি সংশ্লিষ্ট এক্সচেঞ্জে ব্যবহার করা সম্ভব নয় মর্মে টেষ্ট রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়।
- ফলে উল্লেখিত জেনারেটর ক্রয়ের উদ্দেশ্য ব্যহত হয় ।
  (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-৬ দ্রষ্টব্য)।
- উক্ত সময়ে জনাব হাফিজুর রহমান প্রকল্প পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- জেনারেটরসমূহ বর্তমানে সঠিকভাবেই সার্ভিসে আছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ অডিট টিম সরেজমিনে বসানো এক্সচেঞ্জ পরিদর্শন কালে দেখতে পায় যে একটি জেনারেটর অফিস ভবনের বাহিরে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। জবাবের সাথে বাস্তব অবস্থার অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়।

অডিটের সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করতে হবে।

অনুচ্ছেদ নং-৭ ঃ সিডিউলে নির্ধারিত মূল্য পরিবর্তন করে বর্ধিত মূল্যে বিল পরিশোধ করায় ১৩ লক্ষ ৫ হাজার টাকা ক্ষতি।

বিবরণঃ

- নারায়ণগঞ্জ টেলিকমিউনিকেশন ভবন নির্মাণ কাজের প্রাক্কলনের বিভিন্ন আইটেমের নির্ধারিত সিডিউল মূল্য পরিবর্তন করে বর্ধিত মূল্য প্রদান করায় বিভিন্ন আইটেমে উল্লিখিত পরিমান টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে।
  (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-৭ দ্রষ্টব্য)।

- উক্ত অনিয়মের সময় জনাব মোঃ ফজলুল হক, জনাব জাহিদ হাসান খান এবং জনাব ফরিদ আহম্মেদ বিভাগীয় প্রকৌশলী পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- বিগত ১৪-১-০৪ খ্রিঃ তারিখে অডিট আপত্তির বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জনাব হাফিজুর রহমানের সাথে আলোচনা করা হয়। কিন্তু প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অডিট আপত্তির উপর কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

অডিটের মন্তব্যঃ

- বর্ধিত মূল্য প্রদান করায় প্রকল্পের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অডিটের সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হবে।

অনুচ্ছেদ নং-৮ ঃ পূর্ত কাজের তহবিল হতে ননটেন্ডার আইটেম হিসাবে ২ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকার কার্পেট অনিয়মিতভাবে ক্রয়।

বিবরণঃ

- টেলিফোন ভবন উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ কাজের ব্যয়ের মধ্যে মোট ২ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা ব্যয়ে ননটেন্ডার আইটেম হিসাবে ৩৩২ বঃ ফুট কার্পেট ৭৫.০০ টাকা দরে ক্রয় করা হয়েছে। যা পূর্ত কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়।
- উক্ত ননটেন্ডার কাজ করার স্বপক্ষে যোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন অনুমোদন পাওয়া যায়নি। (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-৮ দ্রষ্টব্য)।
- উক্ত সময়ে জনাব জাহিদ হাসান খান, বিভাগীয় প্রকৌশলী পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- বিগত ১৪-১-০৪ খ্রিঃ তারিখে অডিট আপত্তির বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জনাব হাফিজুর রহমানের সাথে আলোচনা করা হয়। কিন্তু প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অডিট আপত্তির উপর কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

অডিটের মন্তব্যঃ

- যোগ্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত পূর্ত কাজের তহবিল হতে ননটেন্ডার আইটেম হিসেবে কার্পেট ক্রয় করা অনিয়মিত।

অডিটের সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হবে।

অনুচ্ছেদ নং-৯ঃ ৩টি কম্পিউটার (Work station) কম সরবরাহ করা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করায় ১ লক্ষ ২১ হাজার টাকার আর্থিক ক্ষতি ।

বিবরণঃ

- ১৩ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা চুক্তি মূল্যে ২০টি Work station সহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও স্থাপনের নিমিত্ত কার্যাদেশ প্রদান করা হলেও সরবরাহকারী ২০টি Work station এর স্থলে ১৭টি সরবরাহ করে। কিন্তু সরবরাহকারিকে ২০টির মূল্যই প্রদান করা হয়।
- প্রতিটি Work station এর মূল্য ৪০,৩০০.০০ টাকা হিসেবে প্রকল্পের উল্লিখিত পরিমান টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

  (তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-৯ দ্রষ্টব্য)।
- উক্ত সময়ে জনাব হাফিজুর রহমান,প্রকল্প পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- সংশ্লিষ্ট শাখা মালামাল সঠিকভাবে বুঝে পেয়েছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বুঝে পাওয়ার স্বপক্ষে কোন প্রমাণক প্রদান করা হয়নি এবং এই তিনটি কম্পিউটার সরবরাহের কোন চালানই পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হবে।

অনুচ্ছেদ নং-১০ ঃ পিপি বহির্ভূত মটর সাইকেল ক্রয় বাবদ ৮৯ হাজার টাকা অনিয়মিত ব্যয় ।

বিবরণঃ

- নির্মাণ কাজের আনুষংগিক ব্যয়ের মধ্যে একটি H ১০০ CC মোটর সাইকেল ক্রয় এর মূল্য বাবদ ৮০ হাজার টাকা অন্তর্ভূক্ত করা হয় এবং পরবর্তীতে একটি সিজি ১২৫ সিসি মটর সাইকেল ৮৮,৫০০.০০ টাকায় ক্রয় করা হয় যা প্রকল্প ছকের নির্ধারিত ৪০ টি মটর সাইকেলের অতিরিক্ত।
- উক্ত মটর সাইকেলটি প্রকল্পের হিসাব বহিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।
(তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-১০ দ্রষ্টব্য)।
- উক্ত সময়ে জনাব প্রকৌঃ জাহিদ হাসান খান, বিভাগীয় প্রকৌশলী, ইমারত নির্মাণ বিভাগ পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- বিগত ১৪-১-০৪ খ্রিঃ তারিখে অডিট আপত্তির বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জনাব হাফিজুর রহমানের সাথে আলোচনা করা হয়। কিন্তু প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অডিট আপত্তির উপর কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

অডিটের মন্তব্যঃ

- নির্মাণকাজের আনুষঙ্গিক খাতের জন্য অনুমোদিত টাকা থেকে মটর সাইকেল ক্রয় অনিয়মিত।

অডিটের সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হবে।

অনুচ্ছেদ নং-১১ঃ প্রাপ্তির চেয়ে অতিরিক্ত যন্ত্রাংশের মূল্য বাবদ ৪৮ হাজার টাকা পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি ।

বিবরণঃ

- ১২টি ডিজেল ইঞ্জিন জেনারেটর ক্রয়কালে ক্রয়াদেশ মোতাবেক প্রতিটি জেনারেটরের জন্য ২টি ফুয়েল ফিল্টার এলিমেন্টস, ২টি ওয়েল ফিল্টার এলিমেন্টস এবং ১টি করে এয়ার ফিল্টার এলিমেন্ট সরবরাহ করার কথা থাকলেও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ১২টি ডিজেল ইঞ্জিন জেনারেটরের জন্য ২৪টি ফুয়েল ফিল্টার, ২৪টি ওয়েল ফিল্টারের স্থলে যথাক্রমে ১২টি ফুয়েল ফিল্টার এবং ১১টি ওয়েল ফিল্টার সরবরাহ করে।
- যন্ত্রাংশ কম সরবরাহ করা সত্ত্বেও প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কম সরবরাহকৃত যন্ত্রাংশের মূল্য বাবদ ৪৮ হাজার টাকা সরবরাহকারীকে পরিশোধ করায় প্রকল্পের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

(তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট-১১ দ্রষ্টব্য)।

- উক্ত সময়ে জনাব এম,এম মুনীর আহমেদ, প্রকল্প পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাবঃ

- বিগত ১৪-১-০৪ খ্রিঃ তারিখে অডিট আপত্তির বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জনাব হাফিজুর রহমানের সাথে আলোচনা করা হয়। কিন্তু প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অডিট আপত্তির উপর কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

অডিটের মন্তব্যঃ

- খুচরা যন্ত্রাংশ কম গ্রহণের ফলে প্রকল্পের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অডিটের সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হবে।

স্বাক্ষরিত

(মনীন্দ্র চন্দ্র দত্ত)
মহাপরিচালক
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর,
ঢাকা।

তারিখঃ ০৯/০২/১৪১৪ বঃ।
২৩/০৫/০৭ খ্রিঃ।

বাঃ সঃ মুঃ-২০০৬/০৭-৩৫৩৭ কম/এ–৭০০ বই, ২০০৬।